গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
www.dife.gov.bd
আগস্ট২০১৬

শ্রম পরিদর্শন সংক্রান্ত জাতীয় কৌশলপত্র

পটভূমিঃ

গত দু'শতক ধরে বাংলাদেশে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিলক্ষিত হচ্ছে।বর্তমানে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বছরে গড়ে প্রায় ৬ (ছয়)শতাংশ।১৯৭৪ সালে যেখানে মাথাপিছু আয় ছিল ১১০ডলার, সেটা ২০১৫ সালে এসে প্রায় ১১১৫ ডলারে উন্নীত হয়েছে।সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রার বেশ কয়েকটি মানব উন্নয়ন সূচকে ও দ্রুত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

এত অগ্রগতিসত্বেও, মান সম্পন্ন শ্রম পরিবেশসম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান।সরকারি এবংবিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশেষত আইএলও–এর সমন্বিত উদ্যোগের ফলে সাম্প্রতিক সময়ে শিশু শ্রম যদি ও হ্রাস পেয়েছে, বিভিন্ন তথ্য প্রমান এটাই দেখিয়ে দেয় যে,আইনে বর্ণিত মানের সাথে এখনো বাস্তবের যথেষ্ট ফারাক বিদ্যমান।শিল্পসম্পর্ক, সামাজিক নিরাপত্তারসূচক,পেশাগত নিরাপত্তা, ন্যুনতম মজুরি বাস্তবায়ন এবং অন্যান্য শ্রম সম্পর্কিত বিষয় গুলো জরুরী ভিত্তিতে নিশ্চিত করা প্রয়োজন।২০১৩ সালে রানা প্লাজা ধসের পর (যা ১১৩৭ জন মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছে)বাংলাদেশে তৈরি পোষাক শিল্প বিশ্ব মনোযোগের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়।এ বিষয়ে সকলেই একমত হন যে বাংলাদেশ সরকার এবংগার্মেন্টস মালিকদের সংগঠনসমূহকে নিরাপদ কর্ম পরিবেশ তৈরি তে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে এবং এর জন্য প্রয়োজন একটি গ্রহণযোগ্য শ্রমপরিদর্শন ব্যবস্থা।বাংলাদেশ সরকারকে একটি গ্রহণযোগ্য শ্রমপরিদর্শন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে যার অন্যতম কারনগুলো হলো-প্রশিক্ষিত শ্রম পরিদর্শকের অভার,পরিদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের স্বল্পতা, শ্রম পরিদর্শকের অতিরিক্ত প্রশাসনিক ও বিচারিক কাজ, সরকারী তথ্য ও রিপোর্টিং ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং দূর্নীতি ও অসদুপায় অবলম্বনের সুযোগ, আইন প্রতিপাদন ও বাস্তবায়ন বিষয়ে মালিক ও শ্রমিদের অজ্ঞতা ইত্যাদি।বাংলাদেশের জাতীয় শ্রম নীতি-২০১২,এদেশের শিল্প সর্ম্পক উন্নয়নের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য,বাণিজ্য-বান্ধব পরিবেশ তৈরি এবং শ্রমিক অধিকার সুরক্ষা বিষয়ে সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্য বর্ণিত আছে।এ লক্ষ্য পূরণে বাংলাদেশ সরকার কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন এবং শ্রম আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জন করতে আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।বর্ণিতে এ দুটি উদ্দেশ্য অর্জন করতে বাংলাদেশ সরকার শ্রমিক পক্ষ, মালিকপক্ষ এবং আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের মধ্যে একটি সহযোগিতার সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য উৎসাহ প্রদান করতে এবংকর্ম পরিবেশ উন্নয়নে সকল অংশীদার গণের উপর গুরুত্বারোপ করছে।বৈশ্বিক,জাতীয় এবংআইনি বাধ্যবাধকতার এ প্রেক্ষাপটে শোভনকর্ম-পরিবেশ নিশ্চিত করতে নিবারণ ও প্রতি পালন মূলক ব্যবস্থার সমন্বয়ে একটি জাতীয় শ্রম পরিদর্শন কৌশলপত্র প্রস্তুত করা একান্ত জরুরী যেখানে যেমন-দায়িত্বপ্রাপ্তদের প্রনোদনা দেয়া,কর্মক্ষেত্রে সক্ষমতা তৈরি করা, প্রতিরোধের সংস্কৃতি তৈরী করা অথবা আইন প্রতিপালন করার ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধি করা খুবই গুরুত্বপূর্ন।শ্রম মান উন্নয়ণ ও অর্জন করতে একটি সমন্বিত ও পূর্ণাঙ্গ শ্রম পরিদর্শন কৌশলপত্র অগ্রনী ভুমিকা রাখতে পারে।এই ধরনের কৌশলপত্র বাস্তবায়নের ফলে শিল্প এবং বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিএবং শ্রমিকদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে,যা অধিকতর টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং প্রতিযোগিতামূলক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে টিকে থাকা নিশ্চিত করবে।

শ্রম পরিদর্শন কৌশলপত্রের উদ্দেশ্যঃ

শ্রম পরির্দশন ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি দেশের শ্রমিকদের কার্যকর সুরক্ষা প্রদান ও শোভনকর্ম-পরিবেশ তৈরি করা সরকারের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ন কাজ।শ্রম পরিদর্শন কৌশল পত্রের প্রাথমিক লক্ষ্য হল বাংলাদেশের বর্তমান শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থা ও এর প্রতিপালন কর্মকান্ডকে আন্তর্জাতিক মান এবংজাতীয় আইন ও নীতিমালা সমূহের সাথে সামঞ্জ্য পূর্ণ করা।

সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতাঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এদেশের জনগনের অধিকার ও কল্যানের নিশ্চয়তা ও সুরক্ষা প্রদান করে। জাতীয় শ্রম পরিদর্শন কৌশলপত্র সংবিধানে প্রদত্ত দিক-নির্দেশনার আলোকে প্রনীত।

আন্তর্জাতিক শ্রম মান এবং জাতীয় নীতিমালাঃ

বাংলাদেশ সরকার নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্ম-পরিবেশ তৈরি এবং নিয়োগের মান ও শ্রমিকের কল্যান নিশ্চিত করার কাজ অব্যাহত রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর সদস্য এবং সহযোগী রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ সব সময় সংস্থাটির আদর্শকে ধারন করে।এ পর্যন্ত বাংলাদেশ আইএলও এর ৩৫ টিকনভেনশনকে অনুসমর্থন করেছে যার মধ্যে মৌলিক কনভেনশন, ২৯, ১০৫ (জোরপূর্বকশ্রম),কনভেনশন ৮৭, ৯৮ (সংঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা ও সিবিএ) কনভেনশন ১০০, ১১১ (সমতা এবং বৈষম্য), কনভেনশন ১৮২ (বিপদজ্জনক/ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুশ্রম)ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।আইএলও-এর আন্তর্জাতিক শ্রম মান এবং জাতীয় আইন সমূহ বাস্তবায়ন করা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব।

১৯৭২ সালে অনুসমর্থিত আইএলও র শ্রম পরিদর্শন কনভেনশন-১৯৭৪ (নং-৮১) এবং জাতীয় আইনসমূহ শ্রম পরিদর্শন কৌশল পত্রের কাঠামো তৈরির মূল দিকনির্দেশনা প্রদান করে।এছাড়া ও এই শ্রম পরিদর্শন কৌশলপত্রের 'সাসটেইনবিলিটি কম্পাক্ট' এবং তৈরি পোষাক খাতে অগ্নি-নিরাপত্তা এবং কাঠামোগত সক্ষমতা নিশ্চিতকরণ সম্পর্কিত জাতীয়কর্ম-পরিকল্পনা বা National Action Plan (NAP)-এর সাথে সংগতিপূর্ন।অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক নীতিমালা এবংজাতীয় শ্রমনীতিমালা-২০১২, জাতীয় পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নীতিমালা-২০১৩ এবং জাতীয় শিশু শ্রম নির্মূলনীতিমালা-২০১০ বর্তমান কৌশল পত্রের লক্ষ্যসমূহ অর্জন করতে দিক নির্দেশনা প্রদান করে।প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক শ্রম মান ও জাতীয় নীতিমালা সমূহের সাথে সংগতি রেখে প্রনীত এ কৌশলপত্র এমন একটি কৌশলগত কাঠামো প্রদান করেছে যার অধীনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আগামী ৫ বছর শ্রম পরিদর্শন ও আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমন্বয় বিধান করেসর্বোত্তম পরিসেবা নিশ্চিত করতে পারে।

কৌশল পত্রের সামগ্রিকলক্ষ্যএবংউদ্দেশ্য:

এই কৌশল পত্রের সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে সকল অর্থনৈতিক সেক্টরে একটি আধুনিক,কার্যকর প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা ও গ্রহণযোগ্য শ্রম পরিদর্শন পদ্ধতি প্রবর্তন এবংশোভন কর্ম পরিবেশ অর্জনের মাধ্যমে টেকসই অর্থনৈতিক অগ্রগতিসাধন।

উদ্দেশ্যসমূহ :

- শ্রমিকদের মৌলিক শ্রম অধিকারে সুরক্ষা নিশ্চিত করা।
- সকল ধরনের শোষণ, বৈষম্য শিশুশ্রম এবং অবৈধ ওবন্ধকরা।
- আইনের বিধান বাস্তবায়ন করার মত সক্ষমতা রয়েছে এমন একটি শ্রম পরিদর্শন কাঠামো গড়ে তোলা।
- উচ্চ ঝুঁকির ক্ষেত্রএবংগুরুত্বপূর্ণ শ্রম ইস্যু সমূহ চিহ্নিত করে প্রতিরোধমূলক সংস্কৃতি গড়ে তোলা।
- শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থার বিভিন্ন কৌশলগত দিক নির্ণয় উন্নয়ন ঘটানো যা আইনে প্রয়োগ ওবাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।
- সরকারের পাশাপাশি স্ব-উদ্যোগে আত্নপর্যালোচনামূলক পরিদর্শন কর্মসূচী চালায় এমন মালিকদের জন্য প্রণোদনার ব্যবস্থা করা।
- মত বিনিময়এবংআলোচনা য় মালিক-শ্রমিকের সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে শ্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতিনির্ধারণী গ্রহণ সংক্রান্ত কর্মকান্ডকে উৎসাহ প্রদানকরা।

কৌশলপত্রেরঅধিক্ষেত্র:

বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক প্রাতিষ্ঠানিক অপ্রাতিষ্ঠানিক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসহ সকল কর্মস্থল এর আওতাভুক্ত।

কৌশলগতবিষয়সমূহঃ

১।শ্রম পরিদর্শকের ক্ষমতা ও কর্তব্যঃ

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং এর পরিদর্শকদের ক্ষমতা, কর্তব্য এবং আইন প্রযোগে যে সব পদক্ষেপ নেয়া প্রযোজন তার বিস্তারিত বর্ণনা বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এ উল্লেখ আছে।বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ৩১৯ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী শ্রম পরিদর্শকগণ এই ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন যার মধ্যে শ্রমিকদের কর্মস্থল প্রবেশ ও পরিদর্শনকরা, রেকর্ড রেজিস্টার ও দলিলাদি পরীক্ষা করা এবং মালিক ও শ্রমিকের সাক্ষাতকার নেয়ার ক্ষমতা উল্লেখ্যযোগ্য।মহাপরিদর্শক অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যান্য কর্মকর্তাগণ শ্রম আদালতে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন।নতুন স্থাপনা নির্মাণের অনুমোদন দান, কাজ শুরু করার নোটিশ গ্রহণ, নতুন লাইসেন্স ইস্যুকরা বা স্থাপনা/যন্ত্রপাতি সম্প্রসারণ, লাইসেন্স নবায়ন ও কর্মস্থলের নিবন্ধন ইত্যাদি বিষয়ে ও কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ক্ষমতাপ্রাপ্ত। শ্রম পরিদর্শকদের ক্ষমতার মধ্যে আর ও আছে কর্ম পরিবেশের আইনগত উন্নয়নের জন্য নোটিশ প্রদান এবং বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা নোটিশ জারি করা।যে কোন জরুরী অবস্থা অথবা আসন্ন বিপদের আশঙ্কার ক্ষেত্রে তাঁরা কাজ বন্ধের নিষেধাজ্ঞা নোটিশ জারি করতে পারেন।প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা হিসেবে শ্রম পরিদর্শকগণ যে কোন অন্যায় এবংবাহ্যিক প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে কাজ করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ।

এ লক্ষ্যে সরকার নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করবেঃ

- আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নিত্য নতুন চ্যালেঞ্চ মোকাবিলা করার জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিয়মিত শ্রম পরিদর্শকদের ক্ষমতা ও বিশেষ অধিকারসমূহ পরীক্ষা পর্যালোচনা করা এবং বাস্তবতার নিরিখে আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনের সুপারিশকরা।
- কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় মান নির্ধারণ করে পরিদর্শকদের জন্য নৈতিকতা এবং সদাচরণের একটি নির্দেশনা বহি(Code of Ethics) তৈরি করা যা তাঁদের পেশাগত সদাচরণ সমুন্নত রাখতে ভূমিকা রাখবে।

২।যোগ্যতা, সক্ষমতা এবং দক্ষতাঃ

আইনের বহুমুখী প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট সমস্যা নিয়ে কাজ করার জন্য শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থায় একটি সমন্বিত উদ্যোগ থাকা প্রয়োজন।যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে মাঠ পর্যায়ের সম্মুখসারির পরিদর্শকগণের ন্যূনতম সাধারণ যোগ্যতা এবং বিশেষায়িত পরিদর্শক গণের কারিগরি অথবা বিশেষ কোন জ্ঞান বা দক্ষতা থাকা।এ বিষয়ে পরিদর্শন অধিদপ্তরেরে একটি উন্নত সমন্বয় কৌশল থাকতে হবে, যাতে বর্তমান কাঠামোর আওতায় প্রকৌশল পরিদর্শন, স্বাস্থ্য পরিদর্শন এবং সাধারণ পরিদর্শনের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করা যায়।এই সাথে,অধিদপ্তরের নিয়মিত নিয়োগ প্রক্রিয়ায় পর্যাপ্ত ও ভিন্ন ভিন্ন দক্ষতা সম্পন্ন পেশাদার লোক নিয়োগ করতে হবে।

শ্রম পরিদর্শকদের সক্ষমতা, দক্ষতা এবং কার্যকারিতা শুধুমাত্র নিয়াগের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং ভাল মানের প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজন।প্রশিক্ষণই পারে শ্রম পরিদর্শকদের ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে, কাগজ পত্রের দালিলীক লঙ্ঘন ঘাটতি চিহ্নিত করতে, যথাযথ প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ স্থির করতে ও যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এবং তাঁরা যে সকল আইন প্রয়োগের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সে সম্পর্কে সর্বোচ্চ দক্ষতা অর্জন করতে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে শ্রম পরিদর্শকদের প্রশিক্ষণের জন্য উল্ল্যেখযোগ্য মনযোগ দিয়েছে।এজন্য নতুন উপায় উপকরণের কার্যকর সদ্বব্যবহার করে আইনের প্রয়োগিক অগ্রাধিকারকে তুলে ধরে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী কে জোরদার করা প্রয়োজন । এছাড়াও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী যতটা সম্ভব জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে আয়োজন করতে হবে যার মাধ্যমে বিভিন্ন স্বার্থ-সংশ্লিষ্টপক্ষ যেমন-মালিক, নিয়োগদাতা ,শ্রমিক এবং বিশেষ ভাবে মধ্যম পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা ও শ্রমিক ইউনিয়ন নেতাদের অংশগ্রহণ করানো যায়।

মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সাধারণ পরিদর্শক এবং বিশেষায়িত পরিদর্শকদের দক্ষ করে গড়ে তোলা ছাড়াও কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বিভিন্ন কারিগরি বিশেষজ্ঞ সম্পর্কিত ক্ষেত্রে (যেমন- বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা, হয়েষ্ট, এলিভেটর, বয়লার, নির্মাণ কাঠামোগত নিরাপত্তা ইত্যাদি ।) মানসম্মত পরিদর্শনে সহায়তা করবে।

পরিদর্শকদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে নিম্ন বর্ণিত পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করা হবে :

- পরিদর্শকদের জন্য একটি বিস্তৃত বাৎসরিক জাতীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচী শ্রম পরিদর্শকদের জন্য গ্রহণ করা। এই কর্মসূচীতে এমন একটি নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ মডিউল থাকবে যা যৌক্তিক মেয়াদের প্রাথমিক এবং চলমান উভয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে নতুন পরিদর্শকদের তাদের দায়িত্ব কার্যকর এবং দক্ষতার সাথে পালন করার জন্য যথেষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রদান করবে।

- অগ্রাধিকার এবং ঝুকিপূর্ণ বিবেচ্য ক্ষেত্র সমূহ বাছাই ,শিশুশ্রম, বৈষম্য এবং আঘোষিত কাজ ইত্যাদি বিষয়ে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত মধ্যম সারির কর্মকর্তা এবং শ্রমিক প্রতিনিধিদের জন্য মালিক পক্ষ কর্তৃক শ্রম আইন ও পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা । আই এল ও এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দেশীয় / আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ এ বিষয়ে সহযোগিতা করবে।

- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর কাঠামোর মধ্যে শ্রম মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি আধুনিক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট গড়ে তোলা।

৩। কৌশল , পরিকল্পনা এবং লক্ষ্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন :

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE) আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার মূলক বিষয় নির্ধারন করবে এবং সেই মোতাবেক সামঞ্জস্য পূর্ণ বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারন করবে। নিয়োগদাতা , শ্রমিক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সবার সাথে আলোচনা করেই এই বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারন করতে হবে এবং একটি বাৎসরিক পরিদর্শন কর্ম পরিকল্পনার মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করতে হবে, যাতে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বিষয়সমূহের সাথে বাস্তবায়ন কৌশল সামঞ্জ্যপূর্ণ হয় এবং এজন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

বাৎসরিক শ্রম পরিদর্শন পরিকল্পনাতে যে বিষয়গুলো অন্তভুর্ক্ত থাকা প্রয়োজন তার মধ্যে রয়েছে আইন বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বিষয়সমূহ, সেক্টর ভিত্তিক ঝুঁকি নিরুপন ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ, পরিদর্শন এবং সঠিক লক্ষ্যমাত্রা , কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়ন হীনতার ক্ষেত্রে করণীয় , শ্রম আইন ও পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে পৌছানোর জন্য ক্যাম্পেইন পরিকল্পনা, বাৎসরিক শ্রম পরিদর্শন পরিকল্পনা ও তা বাস্তাবায়নের মেয়াদ , পরিদর্শনের ফলাফল মূল্যায়নের সূচক, পরিদর্শনের গাইডলাইন, নিয়োগদাতা, শ্রমিক এবং তাদের প্রতিনিধিদের জন্য কমপ্লায়েন্সে সহায়তামূলক নীতিমালা, প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ইত্যাদি। শ্রম পরিদর্শনের জন্য জাতীয় কর্ম –কৌশল এবং বাৎসরিক কর্ম পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য অগ্রাধিকার প্রদানসহ অর্থ, মানবসম্পদ এবং পরিদর্শন সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি নির্ভর যথাযথ তথ্য; কাগজপত্র ও সরঞ্জাম সরবারহের ব্যবস্থা করতে হবে।

এজন্য নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ সমূহ গ্রহন করা হবেঃ

- মালিক এবং শ্রমিক সংগঠন এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক জাতীয়ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় শ্রম পরিদর্শন পরিকল্পনা গ্রহন করতে হবে।
- শ্রম পরিদর্শন তথ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং যথাযথ পরিসংখ্যান, প্রশাসনিক রেকর্ড এবং ইলেকট্রনিক ভাবে উপাত্ত সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে যেন বার্ষিক শ্রম পরিদর্শন রিপোর্ট বা প্রতিবেদন ব্যবস্থপনাকে সমৃদ্ধ করা যায়।
- অধিদপ্তর (DIFE) কর্তৃক নিয়মিত ভাবে বার্ষিক শ্রম পরিদর্শন রিপোর্ট প্রকাশ করা এবং সরকার, মালিক পক্ষের সংগঠন/সহযোগী সংগঠন এবং ট্রেড ইউনিয়নসমূহের কাছে এই রিপোর্ট সহজলভ্য করা।
- পরিদর্শন পরিকল্পনা কার্যকর ভাবে ও দক্ষতার সাথে বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় জনবল, সম্পদ এবং পরিদর্শনের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম নিশ্চিত করা।

- একটি বাৎসরিক বাজেট বরাদ্ধ করতে হবে যা পরিপূর্ণ ভাবে শ্রম পরিদর্শন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত হয়।
- নিরাপদ ও সফলভাবে পরিদর্শন কর্মকান্ড চালানোর লক্ষ্যে যথাযথ পরিদর্শন যন্ত্রপাতি এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষা ও সরঞ্জামের (পিপিই) ব্যবস্থা করা । এর মধ্যে আরও রয়েছে যানবাহন, জ্বালানি এবং গ্রামদূরবর্তী এলাকার জন্য পর্যাপ্ত অর্থবরাদ্দ।
- অধিদপ্তর (DIFE) এর কাঠামো এবং ভৌগলিক অবস্থান বৃদ্ধি ও সম্প্রসারন করা, যা দায়িত্ব এবং কর্তব্য যথাযথ ভাবে পালনের সক্ষমতা প্রদান করবে।

৪।দক্ষতা এবং সমন্বিত ফলঃ

শ্রম প্রশাসন এবং পরিদর্শন সংস্থা সমূহকে তাদের কর্মকান্ড কার্যকর এবং দক্ষতার সাথে পরিচলনায় সক্ষম হওয়া প্রয়োজন। এর জন্য অগ্রাধিকারমূলক কর্মকান্ড ঠিক করতে হবে এবং কমপ্লায়েনন্স কৌশল ও কর্মপরিকল্পনাকে অবশ্যই উন্নত ও মানসম্পন্ন হতে হবে যেন তা এসব অগ্রাধিকারমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন- ২০০৬ এ প্রদত্ত ক্ষমতা ও দায়িত্বের আলোকে পরিদর্শকদের দায়িত্ব পালন ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিষয়টি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে নিশ্চিত করতে হবে।

প্রথাগত পরিদর্শন কর্মকান্ডের বাইরেও (যেমন-উপদেশ এবং কারিগরি সহায়তা, উন্নয়নের জন্য নোটিশ, লঙ্ঘন জনিত নোটিশ ইত্যাদি।) অধিদপ্তর (DIFE) প্রধানত এর সদর দপ্তর ছাড়াও জেলা মাঠপর্যায়ে কার্যালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালনা করে যেমন-কলকারখানা নির্মান ও সম্প্রসারণ বিষয় অনুমোদন দেয়া , লাইসেন্স ইস্যুকরা ও নবায়ন করা, প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব চাকুরি বিধি অনুমোদন করা, কাজ আরম্ভের নোটিশ গ্রহণ, পাওনা ও মজুরী সংক্রান্ত বিরোধের সালিশ ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক কারণে শ্রম আইনের বিশেষ কোন ধারা হতে অব্যাহতি প্রদান, লাইসেন্স সংক্রান্ত বিষয়গুলি যেমন-অগ্নি নিরাপত্তা সার্টিফিকেট, পরিবেশ ছাড়পত্র, রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক সংযোগ নিরাপত্তা ইত্যাদির সার্টিফিকেট বা সনদ প্রয়োজন অনুযায়ী দেখা। এছাড়া এই অধিদপ্তরকে নিয়োগ দাতাদের বিভিন্ন প্রশ্ন এবং জিজ্ঞাসার উত্তর চিঠি, টেলিফোন, ফ্যাক্স বা ই-মেইলের মাধ্যমে মতামত ও তথ্যসহ সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে প্রদান করতে হয়। তবে এধরনের কাজ যেন আইএলও কনভেনশন -৮১ ধারায় বর্ণিত প্রাথমিক পরিদর্শন কর্মকান্ড ব্যহত না করে তা নিশ্চিত করতে হবে। লাইসেন্স সংক্রান্ত বিষয় গুলি যেমন-অগ্নি-নিরাপত্তা সার্টিফিকেট, পরিবেশ ছাড়পত্র, রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক সংযোগ নিরাপত্তা ইত্যাদির সার্টিফিকেট ইত্যাদি কাজে বিশেষায়িত সরকারি অথবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। আইনের বাধ্যতামূলক বিধান হিসেবে যে কোন করাখানার নির্মাণ প্রক্রিয়ার পূর্বেই অনুমোদন গ্রহণকালে লে-আউট প্লান অনুমোদন প্রক্রিয়ায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও বিশেষায়িত সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা (যেমন-প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বীমা কোম্পানি বা সার্টিফিকেট প্রদান কারী বৈধ সংস্থা ।) ইত্যাদির সম্পৃক্ততার ফলে কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ শুরুর পূর্বে ভবনের কাঠামো গত নিরাপত্তা ও সর্বোচ্চ ভার বহন ক্ষমতা ইত্যাদির মতো গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় গুলি আরও কার্যকর ভাবে নিশ্চিত করতে অধিদপ্তরকে সাহায্য করবে।

এ উদ্দেশ্যে নিম্ন বর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে:

- উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন সেক্টর গুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শ্রম পরিদর্শকগণ কর্তৃক পরিদর্শন করা।
- প্রথাগত পরিদর্শন বর্হিভূত অন্যান্য কাজের সাথে পরিদর্শন প্রক্রিয়ার সমন্বয় ঘটানো যাতে তাদের মূল পরিদর্শন কার্যক্রম হ্রাসপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্থ না হয়।
- সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি সংস্থার মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ এবং সহযোগিতার সম্পর্ক বজায় রাখা।
- উত্তম পর্যায়ে আইন মানা হয়েছে এমন ক্ষেত্র চিহ্নিত করা।

৫।তথ্য বিনিময় ও সচেতনতা বৃদ্ধি:

সুনির্দিষ্ট আইন এবং সংগতিপূর্ণ মানই (Harmonized standard) শ্রম পরিদর্শনের পরিচালিত আইন বাস্তবায়ন কর্মসূচীর সফলতার মূল ভিত্তি। কর্মস্থল, কাজের পরিবেশ ও নিয়োগের শর্তাবলীর সংক্রান্ত আইন কানুনের প্রযোজ্য মান বা স্টান্ডার্ড যা সাধারণ ভাবে একজন মালিককে মানতে হবে যে সব তথ্য সুস্পষ্ট ও সহজলভ্য করতে হবে। কর্মস্থল পরিদর্শনের সময় পরিদর্শক কে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যাতে শ্রমিক প্রতিনিধি পরিদর্শন চলাকালীন সময় উপস্থিত থেকে সকল বিষয়ে পরিদর্শন করা হবে সে বিষয়ে তথ্য ও মতামত প্রদান করতে পারে।

তথ্য প্রদান করা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করা শ্রম পরিদর্শনের স্বচ্ছতার জন্য জরুরী , বিশেষ করে কনভেনশন- ৮১ অনুযায়ী ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানের (SME) জন্য। এধরনের প্রতিষ্ঠানে অনেক আইন-কানুন সম্পর্কে জানার সুযোগ কম এবং আইনের বিধি বিধান ও শ্রমমান এর প্রতি পালন অনেক ব্যয় বহুল বলে তাঁরা মনে করে। আইন মানার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য তথ্য জানার সুযোগ করে দেয়া তাই যথেষ্ট জরুরী।

শ্রম আইন ও পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে তথ্য প্রচার অভিযান অংশ নিয়ে তথ্যাবলী ছড়িয়ে দিতে হবে। সরকারী ও বেসরকারী গণমাধ্যম ব্যবহার করে শ্রম পরিদর্শনের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য এবং আইন বাস্তবায়নের সুফল সম্পর্কে জনসাধারন, নিয়োগ দাতা এবং শ্রমিককে অবহিত করতে হবে।

এ উদ্দেশ্য নিম্নবর্ণিতপদক্ষেপগ্রহণকরাযেতেপারে:

- মালিক পক্ষ এবং শ্রমিক ইউনিয়ন কর্তৃক নিয়মিত সেমিনার এবং মত বিনিময় সভা পরিচালনাকরা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা (প্রতিষ্ঠানপর্যায়েও)।
- সরকারী ওয়েব পেজ/তথ্য ভান্ডার হালনাগাদ করা যাতে নিয়োগদাতা এবং শ্রমিকেরা আইন কাননীতি-নির্দেশিকা বা শ্রম-মান সম্পর্কে ভাল ধারনা পেতে পারে, দূরবর্তী অবস্থান হতেই যাতে তথ্য পাওয়া যায় এবং শারীরিক প্রতিবন্ধিরা ও যাতে তথ্য জগতে প্রবেশ করতে পারে।
- বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক পরিকল্পনা, নীতিমালা এবং কৌশল বাস্তবায়নের জন্য নিয়োগদাতা এবং শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের জাতীয় পর্যায়ে, সেক্টর পর্যায়ে ও কর্মস্থলে নিয়মতান্ত্রিক অংশগ্রহন নিশ্চিত করা।
- শ্রম পরিদর্শনে ভূমিকা সম্পর্কে নিয়োগদাতা এবং শ্রমিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং সুন্দর ও নিরাপদ কর্ম পরিবেশ ও আইনের সুশীল চর্চার উপকারিতা ও সুবিধা তাঁদের কাছে তুলে ধরা।
- নিয়োগ দাতা এবং শ্রমিকদের আইনগত অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা এবং আইন ভঙ্গ বা ব্যর্থতার সহায়তা পেতে কিভাবে শ্রম-পরিদর্শকদের সাহায্য করতে হবে সে সম্পর্কে অবগত করা।
- শ্রমমান (বিশেষভাবে OSH ব্যবস্থাপনা), লিঙ্গবৈষম্য, সমস্যা, শিশুশ্রম, স্ব-উদ্যোগে পরিদর্শন উৎসাহিতকরণ বা কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) এবং শ্রমিক প্রতিনিধিদের অংশ গ্রহন নিজস্ব উদ্যোগে বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয় মালিকওশ্রমিকদেরপ্রশিক্ষণএরআয়োজন।

৬।দিকনির্দেশনাঃ

কর্ম স্থলের পরিবেশ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং শ্রম পরিদর্শনের সঠিক দিক নির্দেশনা। এর জন্য পরিদর্শন চেকলিষ্ট ব্যবহার ও মানসম্পন্ন পরিচালন প্রক্রিয়া (SOP) সফল পরিদর্শনের ক্ষেত্রে একটি সহায়ক উৎপাদন হিসেবে বিভিন্ন দেশে প্রমাণিত হয়েছে। মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে যেখানে প্রযোজ্য সেখানে কারিগরি সহায়তা গ্রহণ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার মানের সাথে মিল রেখে পরিদর্শনের মান ঠিক করতে হবে।

নিয়োগদাতা, শ্রমিক ও সহযোগীদেরকে পরিদর্শন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। পরিদর্শন চেকলিষ্ট নিয়োগ দাতা, শ্রমিক ও সহযোগীদের কাছে প্রচার হলে এর গ্রহণ যোগ্যতা তৈরি হবে এবং আইন মানতে সবাই নিজ থেকে উৎসাহ পাবে। এজন্য পরিদর্শন চেকলিষ্ট তৈরিতে কারখানার মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধি এবং অন্যান্য পরিদর্শন কারী সংস্থার অংশ গ্রহন জরুরী।

যেসব গুরুত্ব পূর্ণ পদক্ষেপ নিতে হবেঃ

- চেকলিষ্ট এবং অন্যান্য দিক-নির্দেশনা মূলক দলিল-পত্রাদি উন্নত ও হালনাগাদ করা ও সহজবোধ্য করা এবং মালিক ও শ্রমিকদের কাছে বোধগম্য করার জন্য উদ্যোগ নেয়া। বিভিন্ন সেক্টরে ও জেলায় প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা।
- পরিদর্শকদের জন্য একটি নির্দেশিকা বা আচরণবহি () প্রকাশ করা বা বিদ্যমান ম্যানুয়ালকে হালনাগাদ করা যাতে পরিদর্শনের মান ও সমন্বয় নিশ্চিত হয় এবং সব প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানীতে একই ভাবে পরিদর্শন কাজ চালানো যায়। এই পুস্তিকাতে অবশ্যই পরিদর্শন স্থান, নিয়োগদাতা এবং শ্রমিক দের সাক্ষাতকার গ্রহণ ইত্যাদি সম্পর্কে বর্ণনা থাকতে হবে।

৭। শ্রমিক ও নিয়োগদাতাদের সহযোগিতাঃ

মালিক এবং শ্রমিক সংগঠন সমূহ সামাজিক এবং শ্রম বাস্তবতার গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী হিসাবে প্রতীয়মান হয়েছে কারন তাঁরা অর্থনৈতিক এবং শ্রম সংক্রান্ত প্রচ্ছন্ন, ঝুঁকি নির্ণয় করতে পারে। তাঁরা নতুন চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি সম্পর্কে মূল্যবান আগাম বার্তা দিতে পারে এবং একইসাথে পরিদর্শন নীতিমালা ও অগ্রাধিকারের ত্রুটি সমূহ ধরিয়ে দিতে পারে। এজন্য নিয়োগদাতা এবং শ্রমিকদের শ্রমপরিদর্শন বিষয়ে অংশ গ্রহন করানো অত্যাবশ্যক, যাতে কর্মস্থলের পরিবেশও আইন বাস্তবায়নের বিষয়ে সাধারন ধ্যান-ধারনা ও তথ্য আদান-প্রদান করা যায়। পরিদর্শন কৌশল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহনের বিষয়কে সমৃদ্ধ করার জন্য নিয়োগদাতা এবং শ্রমিকদের সাথে অংশীদারিত্ব গড়ে তাদের মিথষ্ক্রয়া ও পরামর্শ গ্রহন করতে হবে। লক্ষ্য অর্জনের জন্য সত্রিয়ও পর্যায়ক্রমে ত্রিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে শ্রমপরিদর্শনের কৌশল ও পরিকল্পনা গড়ে তুলতে হবে। সরকার মালিক এবং শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের মধ্যে স্থায়ী যোগাযোগ ও আলাপ আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে এবং পরিদর্শনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য জাতীয় ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে নিয়মিতভাবে এই ত্রিপক্ষীয় আলোচনা তথা সামাজিক মত বিনিময় চালিয়ে যেতে হবে।

যেসব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে হবেঃ

- শ্রম পরিদর্শন সম্পর্কিত জাতীয়ত্রি-পক্ষীয়কমিটিগঠনকরা, এর মাধ্যমে মালিক এবং শ্রমিকদের সংগঠন গুলিকে পরিদর্শনের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত করা। এর ফলে শ্রম পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পর্কে মালিক এবং শ্রমিকদের সংগঠন তাদের মতামত প্রদান করতে পারবে এবং পরিদর্শনের লক্ষ্য ও অগ্রাধিকার বিষয়ে তথ্যের জোগান দিতে পারবে।
- বিশেষ করে মধ্যম এবং ক্ষুদ্র সংস্থা সমূহে ব্যবস্থাপনা পর্ষদ এবং শ্রমিকদের মধ্যে সংলাপকে উৎসাহ প্রদান ও মতবিনিময় করা। শ্রম আইনের আওতায় সেফটি কমিটি, অংশগ্রহন কমিটি, সিবিএ) ইত্যাদি কমিটি যথাযথ স্থানে সঠিক ভাবে কাজ করছে কিনা সে বিষয়ে নজর দেয়া।

৮। শক্তিশালী তথ্য ব্যবস্থাপনাঃ

শক্তিশালী তথ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামোর জন্য প্রয়োজন নিভর্রযোগ্য ডাটাবেইজ এবং প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যের সন্নিবেশ। নিয়মিত ভাবে ডাটা বেইজ তথ্য যোগ করার উপর আলোকপাত করা জরুরী যা ভবিষ্যত পরিদর্শন পরিকল্পনায় সাহায্য করবে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে দেশব্যাপী কর্মস্থল, প্রতিষ্ঠান ওপরিদর্শন, তদন্তের ফলাফল ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক ভাবে কম্পিউটারে তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা করতে হবে এবং পেশাগত দুর্ঘটনা ও ব্যাধি সংক্রান্ত তথ্যযোগ করার ব্যবস্থা ও পদ্ধতি গড়ে তুলতে হবে। এজন্য সুশৃঙ্খল ভাবে তথ্য সংক্রান্ত ব্যবস্থা গড়েতোলা, অন্যান্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান বা বেসরকারী সংস্থার পরিবচালিত তথ্যের মূল্যবান উৎসের সাথে সমন্বয়, সংযুক্তি ও যোগাযোগ এবং অন্যান্য সরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয় করে তা রক্ষা করা জরুরী।

যেসব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে হবেঃ

- কম্পিউটার এবং অনলাইন তথ্য ভান্ডার ব্যবহার করে শ্রমপরিদর্শন ব্যবস্থাকে স্বয়ং ক্রিয়করা।
- শ্রম, কর্মসংস্থান এবং অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তার ডাটা বেইজের সাথে সমন্বয় করা বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বা অ্যাকর্ড এবংঅ্যালায়েন্সের পরিদর্শন রেজিস্টার অগ্নি-নিরাপত্তা ও ভবন পরিদর্শনের তথ্য, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং দমকল বাহিনীর তথ্য জানা।

- পরিদর্শনের সমন্বিত ডাটা বেইজ স্থাপন করা যাতে থাকবে-
    - পরিদর্শন, কোম্পানী এবং শ্রমিক সম্পর্কে তথ্য ও উপাত্ত। যে গুলিতে কর্মস্থল পরিদর্শনকালে সংগৃহীত লঙ্ঘন, প্রতিকার, অনুমোদন, অপরাধ প্রমাণ ও দন্ড ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্যাবলী থাকবে।
    - OSH বিষয়ে দুর্ঘটনা এবংআহতদের পরিসংখ্যান, কর্মস্থলে অঙ্গহানি এবংপঙ্গুত্বেরসংখ্যা, পেশাগত ব্যাধির সংখ্যা কর্মস্থলে মৃত্যুর ঘটনা, কি ধরনের চিকিৎসা সহায়তা দেয়া হয়েছে মঞ্জুরকৃত ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি তথ্য।
    - অনুমোদন প্রক্রিয়া, রেজিস্ট্রেশন এবংঅধিদপ্তর কর্তৃক লাইসেন্স প্রদান তথ্য।
    - বিভিন্ন রিপোর্টের নমুনা, আইন সম্পর্কীয় নিয়ম-রীতি, উত্তম অনুশীলন এবং প্রাসঙ্গিক মামলার ঘটনা ইত্যাদি।

৯।অগ্রাধিকারকরণ এবং ঝুঁকি ভিত্তিক মূল্যায়ন পরিকল্পনা ও পদক্ষেপঃ

প্রত্যেক ব্যবসায়িক কর্মকান্ড নজরদারি করা শ্রম পরিদর্শকদের জন্য সম্ভবনা, সুতরাং পরিদর্শন প্রক্রিয়া ঝুকি মূল্যায়নের ভিত্তিতে হওয়া প্রয়োজন যাতে শ্রমিকদের সুরক্ষার সর্বোত্তম ব্যবস্থা করা যায়।প্রতিযোগিতামূলক বাজার অর্থনীতি এবং সবার জন্য সমান সুযোগের ক্ষেত্রে ঝুঁকি ভিত্তিক পরিদর্শন গুরুত্বপূর্ণ।ঝুঁকি মূল্যায়ন নীতিমালা পরিদর্শনকে আরো কার্যকর করে তুলবে এবং প্রশাসনিক খরচ কমাবে, অবাস্তব এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলো এড়াতে পারবে যা বিশেষ করে কম ঝুঁকি সম্পন্ন কারখানার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।সতর্কতার সাথে শ্রম পরিদর্শন কর্মকান্ড পরিচালনা করলে নিঃসন্দেহে একই কাজের পুনরাবৃত্তি রোধ করা যাবে এবং সমাজে এবং প্রতিষ্ঠানসমূহে বহুবিধ ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

যে সব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে হবেঃ

- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক এমন নিয়মিতভাবে একটি ঝুঁকি মূল্যায়ন পরিকল্পনা গ্রহন করা যা পরিবর্তনশীল শ্রম বাজার এবং অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।ব্যবসায়িক কর্মকান্ড বিশেষ করে মধ্যম এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহে এই ঝুঁকি মুল্যায়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিদর্শন হতে হবে।
- ঝুঁকি মূল্যায়ন নীতিমালা তে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ক্ষেত্র সমূহ অগ্রাধিকার তালিকায় রাখতে হবে যেমন-চিহ্নিত ঝুঁকির প্রকৃতি এবং তীব্রতা, নির্দিষ্ট খাতে খরচ উচ্চ দূর্ঘটনার হার (তৈরি পোষাক খাত), ঝুঁকি পূর্ণ কর্ম পরিবেশ, বিশৃঙ্খলা কর্ম পরিবেশ, শিল্প বিরোধ ও কাজ বন্ধের ঘটনা, শ্রমিকের উপর অত্যাচার, শিশুশ্রম, জোরপূর্বক শ্রম, লিঙ্গ বৈষম্য, মানব পাচার, অতিরিক্ত কাজ, নিম্ন মজুরি, বিপজ্জনক কাজইত্যাদি।
- ঝুঁকি মূল্যায়ন নীতিমালাতে আর ও কিছু বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা যেমন-ভৌগলিক, অবস্থান, যৌথ চুক্তির নিরাপত্তা, উৎপাদিত পণ্যের প্রকৃতি, যন্ত্রপাতি এবং কাঁচামালে র ব্যবহার, পূর্বের লঙ্ঘন এবং যে সব শ্রমিকদের কাছে পৌছানো দুষ্কর বলে কথিত অরক্ষিত শ্রমিক শ্রেণী(যেমন-অঘোষিত শ্রমিক, কম দক্ষওস্বল্প শিক্ষিত শ্রমিক, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও শিক্ষানবিশ শ্রমিক, মৌসুমী ও অস্থায়ী শ্রমিক, খন্ডকালীন শ্রমিক, গর্ভবতী মহিলা শ্রমিক, প্রতিবন্ধী শ্রমিক, গৃহ কাজে শ্রমিকইত্যাদি)।নির্দিষ্ট কিছু খাত যেমন-চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্প, কৃষি প্রক্রিয়াকরণ, ঔষুধ শিল্প, জাহাজ ভাঙ্গা এবংজাহাজ নির্মান, নির্মান শিল্প, হালকা প্রকৌশল, রাসায়নিক উপাদান উৎপাদন এবং মজুদ এবং যান্ত্রিক প্রক্রিয়া খাতে মনোযোগ দিতে হবে।

১০।উচ্চ ঝুঁকিএবং অগ্রাধিকার মূলক ক্ষেত্র সমূহের জন্য বিশেষ পদক্ষেপঃ

১. <u>তৈরি পোষাক খাত:</u>

বাংলাদেশের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি (জিডিপি) অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এবং অনেক লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে।কিন্তু এই খাতে দূর্ঘটনা এবং মৃত্যুর সংখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়।এই খাতে পেশাগত ঝুঁকি দূর করতে এখনো অনেক কিছু করা বাকী, তাই তৈরি পোষাক খাতের শ্রমিকদের কল্যান নিশ্চিত করতে প্রতিদিন কাজ করতে হবে।এই খাতে দুর্ঘটনা হার বেশী এবং এই উচ্চ দুর্ঘটনা হার

প্রতিরোধে পদক্ষেপ নেয়া অপরিহার্য।এখানে রয়েছে শিশুশ্রম, নিম্নমজুরি, ফ্যাক্টরির বাইরে কাজ, ওভার-টাইম, আগুন ও ভবনের কাঠামোগত নিরাপত্তাহীনতা, অতিরিক্ত সময় ধরে কাজ ইত্যাদি সমস্যা যা নিরসনে এসব ক্ষেত্রে পরিদর্শন জোরদার করতে হবে।সুতরাং তৈরি পোষাক খাতকে পরিদর্শন কৌশল এবং জাতীয় পরিদর্শন পরিকল্পনায় অগ্রাধিকারমূলক ভাবে স্থান দিয়ে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে এবং নিয়োগদাতা ও শ্রমিকদের জন্য শিক্ষা /প্রশিক্ষন কর্মসূচী নিতে হবে এবং তৈরি পোষাক খাতের উৎপাদন এবং আইন ব্যবস্থাপনার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে পরিদর্শন কার্যক্রমের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান হারে অবদান রাখতে হবে।

২. শিশু শ্রম, সকলপ্রকারবৈষম্যএবংঅত্যাচারঃ

শিশুশ্রম, অঘোষিতকাজ, মানবপাচার, বিদেশী শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ এবং বৈষম্য ইত্যাদি রোধ করা, ঝুকি মূল্যায়ন এবং শ্রমপরিদর্শন কৌশল ও পরিকল্পনার অপর অঘ্রধিকারমূলক ক্ষেত্র হিসেবে স্থান পাবে। পরিদর্শনে নিয়োজিত জনবলকে এ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে এবং সকল প্রকার বৈষম্য, অত্যাচার এবং অনৈতিক কাজের বিরুদ্ধে দৃঢ় ও শক্ত অবস্থান নিতে হবে। পরিদর্শন কাজকে সংগঠিত করতে ঝুঁকি ও অগ্রাধিকারের ছক আঁকতে হবে।

৩. সংঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা ও যৌথ দরকষাকষির অধিকারঃ

৪. বিশেষ ভাবে চিহ্নিত উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন অন্যান্য অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত হলো–জাহাজ ভাঙ্গা (পুনঃপ্রক্রিয়াকরন) ও জাহাজ নির্মাণ, চামড়া, কৃষি প্রক্রিয়া করণ, নির্মান, কৃষি ইত্যাদি। বিভিন্ন সমস্যাকে বিবেচনায় নিয়ে এ ধরনের খাতে ঝুঁকি মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করতে সামাজিক সহযোগী সংস্থা এবং প্রাসঙ্গিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে পরামর্শ করতে হবে।

যেধরনেরগুরুত্বপূর্ণপদক্ষেপনিতেহবেঃ

- পরিদর্শন অধিদপ্তরকে (DIFE) দেশ ব্যাপী ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করা এবং সে অনুযায়ী পরিদর্শন কর্মসূচীর অগ্রাধিকার নির্ধারন করা যা পরিদর্শন কর্তৃপক্ষকে তৈরী পোষাক খাত ও অন্যান্য অগ্রাধিকার প্রাপ্ত সেক্টরে কার্যক্রম চালাতে ভূমিকা রাখবে।
- শ্রম এবং কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (MOLE)এ শিশুশ্রম, বৈষম্য, অত্যাচার ও অঘোষিত কাজ একটি বিশেষ ইউনিট স্থাপন করা এবং ন্যূনতম, মজুরি বোর্ড, মহিলা এবং শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর শিশু ইউনিট ইত্যাদির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।
- তৈরি পোষাক খাত পরিদর্শনের জন্য পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE) এ একটি বিশেষ গঠন করা। এ ইইউনিটে বিশেষায়িত দল থাকবে এবং জাতীয় শ্রম পরিদর্শন পরিকল্পণায় নির্ধারিত লক্ষ্য অনুযায়ী পরিদর্শন কর্মসূচী পরিচালনা করতে হবে। এ ইইউনিটকে উত্তম ভাবে প্রশিক্ষিত পরিদর্শকের সমন্বয়ে সাজাতে হবে। শ্রম এবং কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে পরিদর্শনের জন্য বিভিন্ন সংস্থা ও ইউনিট যোগ্য কর্তৃপক্ষ, সরকারের বিশেষায়িত কমিটি ইত্যাদির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে (যেমন- ভবন ও অগ্নি-নিরাপত্তা বিষয়ক টাস্কফোর্স, NTPA দম কল বাহিনী, শিল্পমন্ত্রণালয়, পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বুয়েট ইত্যাদি।

১১।ভারসাম্যসাধনওপ্রতিরোধবনামনিবারণ:

প্রয়োগ যোগ্য আইনের খেলাপের ক্ষেত্রে শ্রমপরিদর্শকগণেকে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। যেসব ক্ষেত্রে প্রচলিত আইনে কোন ব্যবস্থা নেয়ার আগে সংশোধনমূলক বা প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা প্রদানের কথা বলা হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে আগে নোটিশ প্রদান করতে হবে।

আইনগত পদক্ষেপ গ্রহনের পরিবর্তে সংশোধন বা প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থার সুযোগ দানের প্রযোজনীয়তা ও এর মাত্রা বা পরিমানের বিষয়টি পরিদর্শকের বিবেচনা ও ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। এই নির্ভর করে আইনের ভারসাম্য বিধানও বিবেচনার সুযোগ প্রদানের নীতির উপর।

এ নীতি প্রযোগ নির্ভর করে অভিজ্ঞতা ও কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের নির্দেশনার ওপর। যেখানে মালিক কর্তৃক বাস্তব ও দ্রুত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে কার্যকর ভাবে ঝুকি দূর করা সম্ভব যেখানে আইনগত পদক্ষেপের আশ্রয় নেয়ার পরিবর্তে পরিদর্শককে উপদেশ বা সতর্কতা জারীর উদ্যোগ নিতে হবে। কখোন কখোন পরিস্থিতির গভীরতা বুঝে করনীয় স্থির করতে পরিদর্শককে তাঁর নিজ স্ববিচারবোধ কাজে লাগাতে হবে। তবে নমনীয়ভাবে আইন প্রোয়গ ও নির্বাহিকক্ষমতা ব্যবহারের মাধ্যমে আইনপ্রয়োগ (অর্থাৎমামলা রুজু) এর মধ্যে নির্দিষ্টভাবে একটিকে নির্বাচনের সীমারেখা প্রচলিত আইনের ও নির্দেশিকা যথা কা বাঞ্চনীয়।

কোন দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি আইন ভঙ্গ করলে এর মাত্রা বোঝুকি , অথবা ক্ষতির ব্যাপকতা বিবেচনায় নিয়ে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। তথাপি শ্রমপরিদর্শনের লক্ষ্য হলো সন্তোষ জনক মাত্রায় আইনের বাস্তবায়ন করা এবং নিয়োগদাতাদের আইন না মানার পরিনিতি বা কৃতকর্মের শাস্তি সম্পর্কে অবগত করতে হবে। পরিশেষে এ ভারসাম্য বিধানের ক্ষেত্রে কতবার পরিদর্শন করা হয়েছে এবং ঝুকিস্তরেকি পরিমান সম্পদ ব্যয় করতে হবে তাও বিবেচনায় নিতে হবে।

যেহেতু চরম মাত্রায় আইনের প্রয়োগের ফলে ব্যবসা বন্ধের মত প্রভাব আছে তাই মালিকের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের তথ্য প্রকাশকেও এই মাত্রায় বিবেচনা করা হয়। এ বিষয়ে পরিদর্শন কার্যক্রমের তথ্য প্রকাশের পদক্ষেপ ইতিমধ্যে নেয়া হয়েছে। তাই জরিমানা , শাস্তি বা সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহন আইন অমান্যকারীদের নাম ইদ্যাতি প্রকাশ করাআর একটি পদক্ষেপ এবং তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে আইনগত নিশ্চয়তার প্রয়োজন যাতে মালিকের ভাবমুর্তিঅ নৈতিভাবে ক্ষুন্ন না হয় এবং ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতায় প্রভাব না পড়ে। দন্ড বা জরিমানার বিসয়টি প্রকাশের পূর্বেই চূড়ান্ত ভাবে প্রমাণিত হতে হবে, যেহেতু এখানে পূর্ণ বিবেচনার সুযোগ নেই একটি সংশোধন মূলক নোটিশ ও প্রকাশের পর সমভাবে চ্যালেঞ্জ বা আলোচনার বিষয় হতে পারে না।

যে ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে

- পরিদর্শন অধিদপ্তরকে (DIFE) পরিদর্শনের জন্য এমন একটি নীতি নির্দেশিকা জারি করতে হবে যাতে আইনপ্রয়োগ অথবা উপদেশ প্রদান কখোন করতে হবে সে সম্পর্কে পরিদর্শক গণ সহায়তা পেতে পারে।

- শ্রম এবং কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে এমন আইনগত উদ্যেগের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে হবে যাতে জনগণের দেখার জন্য এমন একটি রেজিষ্টার সহজ লভ্য হয় যেখানে আদেশ দ্বারা বন্ধ করা বা সংশোধন করা কারখানার তালিকা, পরিদর্শকের উপদেশ মূলক নোটিশ, জরিমানা বা মারাক্তক ধরনের অসৎ শ্রম আচরনের কারনে বিচারের ফলাফল ইত্যাদি তথ্য থাকবে। রেজিষ্টারটি অধিদপ্তরের ওয়েব পেজে সংযুক্ত করা যেতে পারে। সহকারী এই রেজিষ্টারটি নীতিগতভাবে কোন প্রকৃত সেক্টর যেখানে শ্রম ও শিল্প সম্পর্কীয় সমস্যায় জর্জরিত এর মধ্যে সীমিত রাখা যেতে পারে।

১২।জবাব দিহিতা ওস্বচ্ছতা:

শ্রমপরিদর্শন অবশ্যই স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার ভিত্তিতে পরিচালিত হতে হবে যেখানে মালিক শ্রমিক এবং সাধারন জনগণ জানবে কেন এবং কিভাবে পরিদর্শন কর্মসূচী পরিচালিত হয়। অন্যদিকে শ্রমপরিদর্শন তার কর্মকান্ডের জন্য জনগণের কাছে দায়বদ্ধ এবং শ্রম ক্ষেত্র বাব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট নজরদারি এবং আইনের প্রতিপালনে ব্যর্থতার জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ আশা করে। এজন্য শ্রমপরিদর্শনকে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিচার করে জন প্রত্যাশা পূরন দিকে খেয়াল রাখতে হবে, বিশেষ করে আইন লংঘনের বিষয়ে নিয়োগদাতা ও শ্রমিকদের আভিযোগের

দিকে নজর রাখতে হবে। সমান্তরাল ভাবে ধারা-৮১ অনুযায়ী অভিযোগের উৎপত্তি ও উৎস সম্পর্কে গোপনীয়তার নীতিমালা মেনে চলতে হবে। নৈতিক ব্যবহারের মাধ্যমে অপ্রতক্যাশিত সমালোচনা এড়িয়ে চলতে হবে। নির্ভর যোগ্য পরিদর্শন উপাত্ত এবং স্পষ্ট বিষয় বা সূচকের উপর সম্পাদিত পরিদর্শনের অর্জিত ফলাফল মূল্যায়নের মাধ্যমে জবাব দিহিতা নিশ্চিত হয়। আচরন সমৃদ্ধ করতে অপ্রত্যাশিত সমালোচনা এড়িয়ে চলতে তা সাহায্য করবে।

১৩।আত্নমূল্যায়নএবংকর্পোরেটসমাজিকদায়বদ্ধতা :

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (MOLE) পরিদর্শন কার্যক্রম মাধ্যমে নিয়োগদাতা এবং শ্রমিক প্রতিনিধিদের আইন বাস্তবায়ন কর্মকান্ডের সম্পৃক্তকৃত উৎসাহিত করতে হবে। ব্যবসায় আত্নমূল্যায়ন পদ্ধতি চালূ করা মানে ভবিষৎ আইন বাস্তবায়নের জন্য বিনিয়োগ করা। আত্নমূল্যায়ন ব্যবস্থা নিয়োগদাতাদের গ্রহনযোগ্যতা ও দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করে, আর শ্রমপরিদর্শন ব্যবস্থা কখনোই সব ধরনের ব্যবসায়িক খাত বা কর্মকান্ড নজরদারি করতে পারেনা বরং পরিদর্শন কর্মকান্ডর্লত অগ্রধিকার ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে।

পরিদর্শন লক্ষ্য মাত্রা অগ্রধিকার ছাড়া ও পরিদর্শন কতৃপক্ষ একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত কোম্পানী সমূহের আত্নমূল্যায়ন পদ্ধতির উপর নির্ভর করতে হবে, যদিও কারিগরী সহায়তা ও রাষ্ট্রীয় মনিটরিং কর্মকান্ড তাদের আওতাধীন। কোন ধরনের কোম্পানী বা সেক্টর পরিদর্শন বিহীন আত্নমূল্যায়ন কার্যক্রম চালাতে পারবে তা সরকার নির্ধারণ করে দিবে।

তৈরি পোশাকখাতে অগ্নি-নিরাপদ ঝুকি এবং প্রতিকার মূলক সক্ষমতার জন্য কর্ম পরিকল্পনাতে (NTPA) সম্প্রতি আত্নমূল্যায়ন পদ্ধতি উন্নয়ন ও ব্যাপ্ত করার জন্ন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের নিমিত্তে মালিক এবং শ্রমিক সংগঠন উৎসাহিত করা হবে। উদাহরণ সরুপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অ্যাকর্ড এবং অ্যাল্যায়েন্স কর্তৃক প্রধান ব্যক্তি মালিকানাধীন তৈরী পোষাক কারখানার মালিকদের স্ব-মূল্যায়ন এবং কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার জন্য চুক্তি একটি বড় পদক্ষেপ।

যেসব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে হবে:

- তৈরি পোষাক খাতে সমন্বিত উদ্যোগের জন্য কারখানা পরিদর্শনের তথ্য আদান প্রদান। শ্রমপরিদর্শক এবং বেসরকারী উদ্যোগ সমূহের প্রশিক্ষক / সমন্বয়কারীদের মধ্যে নিয়মিত সমন্বয় সভা আয়োজন করতে হবে। তথ্য বিনিময় ও জাতীয় কর্ম পরিকল্পনায় (NAP) সহয়োগিতার জন্য একটি ইউনিট গঠন করা হবে। অন্যান্য অগ্রধিকার প্রাপ্ত সেক্টরেও অনুরুপ পরিকল্পনা নেযা হবে।
- সার্টিফিকেট প্রদানকারী সংস্থা এবং অডিট ফার্মের সাথে অধিদপ্তর এর সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলা। নিযোগদাতাদের আইএসও এবং এসএআই সার্টিফিকেশন নিতে এবং বাস্তবায়ন ও যোগ্যতার উচ্চতর মান অর্জনে উৎসাহ দেয়া।
- কোন ধরনের কোম্পানী বা সেক্টর পরিদর্শন বিহীন আত্নমূল্যায়ন কার্যক্রম চালাতে পারবে তা সরকার কর্তৃক নির্ধারণ করে দেয়া।
- আত্নমূল্যাযন পদ্ধতির বা স্বউদ্যোগে বাস্তবায়ন কর্মসূচী উদ্যোগ নেয়া এবং যেসকল প্রতিষ্ঠান আইনের প্রয়োগ অপেক্ষা অধিকতর কার্যক্রম গ্রহণ করছে তাদের শ্রম অধিকার সুরক্ষা এবং কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা

১৪। নিয়ম তান্ত্রিক পদক্ষেপ এবং সহযোগিতা :

অনেক সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভিন্নভিন্ন অবস্থান হতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও শ্রমিকদের নিয়ে একযোগে কাজ করার ক্ষেত্র রয়েছে। শ্রম আধিদপ্তর এবং পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE) নিয়োগদাতা, শ্রমিক এবং দ্বায়িত্বপ্রাপ্তদের সাথে সহযোগিতা ও অংশিদারিত্বের বন্ধন গড়ে তুলতে প্রচেষ্টা চালাবে যাতে সকলকে কর্মপরিবেশ উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি বদ্ধ করা যায়। স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক পক্ষকে তাদের ভূমিকা পালন করতে হবে এবং কর্ম পরিবেশ উন্নয়নে সকলকে অংগীকার বদ্ধ থাকতে হবে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সহযোগীতার ক্ষেত্র সমূহ খুজেঁ বের করবে এবং বিভিন্ন সংস্থার প্রদত্ত সেবা সমন্বয় করার চেষ্টা করবে বিশেষ করে অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জাতীয় সেবা সমূহ যেমন অগ্নি ও বেসামরিক নিরাপত্তা অধিদপ্তর ,রাজউক ইত্যাদি।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE) এর জন্য অন্যতম একটি চ্যলেঞ্জ তথ্য আদান প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও প্রতিষ্ঠান গুলির সাথে ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এই তথ্য ব্যবস্থাপনার মধ্যে একটি 'আগাম সতর্কতা প্রদান ব্যবস্থা' থাকতে হবে যাতে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে জরুরী মূহর্তে অথবা আইনভঙ্গের ক্ষেত্রে দ্রুত তথ্য বিনিময় করা যায়।

পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE) শ্রমপরিদর্শনকে সর্বপ্রকার মতভেদ, অপ্রজনীয় দ্বিত পরিদর্শন বা কোন কোম্পানীর সাথে বিবাদ সৃষ্টি হতে রক্ষা করবে এবং দ্রুত তথ্য বিনিময় ব্যবস্থা, নিয়মিত মতবিনিময় এবং যেখানে প্রযোজনীয় টিমের মাধ্যমে যৌথ পরিদর্শনের আয়োজন করবে।

সবশেষে, মালিক এবং শ্রমিক সংগঠনের সহযোগিতা অন্যতম প্রধান কৌশলগত লক্ষ্য হিসাবে বিবেচনা করতে হবে এবঙ পরিদর্শন অধিদপ্তরকে এদের সাথে যোগাযোগের কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

যেসব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে হবে :

- অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যেমন – অগ্নি ও বেসামরিক অধিদপ্তর, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ স্থাপত্য ইনিস্টিউট এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয় (স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, কৃষিমন্ত্রণালয়, শিল্পমন্ত্রণালয়, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, আইন বিচার এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়) এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন আই.এল.ও, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ইত্যাদির মধ্যে সুসম্পর্ক ও সহযোগিতা জোরদার করা।
- বিভিন্ন বিশেষায়িত ও পেশাদার সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে কারিগরি কমিটি গঠন করা যার লক্ষ্য হবে পরিদর্শন পরিকল্পনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও কারিগরি তথ্য গ্যহণ। এ উদ্দেশ্যে বিশেষজ্ঞ ও পেশাদার ব্যক্তি কেমিটিং এ আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়, সরকারের রিভিউ প্যানেলের সহযোগিতার প্লার্টফর্ম গড়ে তোলা।

১৫। অন্যান্য দায়িত্ব প্রাপ্তদের সম্পৃক্ত করণ - সাব-কন্ট্রাটিং :

সাব কন্ট্রাটিং এবং আউটসোসিং বর্তমান শিল্পউন্নত এবং উন্নয়নশলি দেশের একটি ক্রম বর্ধিষ্ণু প্রবনতা অনেক দেশেই এধরনের শ্রমের ক্ষেত্রে আইনানুগ নিয়ন্ত্রণ ও যৌথভাবে দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে অধিকার সুরক্ষার জন্য যথাযথ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এসমস্ত বিধানের উদ্দেশ্য হলো উপঠিকাদারদের সাথে মালিক যেন তার ক্ষমতার অপব্যাবহার নাকরে কর্মদাতার প্রত্যক্ষ মালিক যদি তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় তাহলে সাবকন্ট্রাকটিভ চেইন এবং এর মাধ্যম তার পাওনা প্রাপ্তির গ্যারান্টি প্রদান করে। বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ ও ঠিকাদারের দায়দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন কৌশল রয়েছে। এধরনের কৌশল গুলো হলো –

- কন্ট্রাকটর ও সাবকন্ট্রাকটরের মধ্যে সমন্বয়, সহযোগিতা এবংরেজিষ্টারের বাধ্যবাধকতা;
- মজুরি, কর্ম ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা সুরক্ষা, অঘোষিত কাজ ,সামাজিক নিরাপত্তার অথবা ইউনিয়ন তহবিলে চাদা প্রদানের দায় বদ্ধতা;
- যৌথ ও প্রধান ঠিকাদারের কতিপয় দায়বদ্ধতা আথবা উপঠিকাদারের দৌলিয়াত্ব বা চুক্তি ভঙ্গের কারনে দায়বদ্ধতা;
- স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার বিষয়ে কাজ প্রদান কারির দায়বদ্ধতা;
- সাব-কন্ট্রাকটিং এর সংখ্যার সীমানির্ধারণ করে দেয়া।

বাংলাদেশ শ্রমআইন ২০০৬ এ আউটসোসিং (সাবকন্ট্রাটিং) কে শিল্পপ্রতিষ্ঠান ঞিসেবে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। যার ফলে আইনের প্রয়োগ, এ ব্যবস্থার জড়িত শ্রমিকদের সুরক্ষা এবংনির্ধিষ্ট ধরনের কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের হয়রানি বা শোষন হতে আইনানুগ সুরক্ষা দেবে।

তৈরি পোষাক খাতে অগ্নি ও কাঠামোগত নিরাপত্তা সম্পর্কিত জাতীয় কর্ম পরিকল্পনাতেও (NTPA) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সাব-কন্ট্রাকটিং শিল্পে স্বচ্চতা দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে সুপারিশ করা হয়েছে।

যে সব পদক্ষেপ নিতে হবে :

সাবকন্ট্রাকটিংচেইনের নিয়ন্ত্রনের জন্য আরও পদক্ষেপ গ্রহন করা সরাসরি কাজ প্রদানকারী পরিবর্তে প্রধান ঠিকাদারের কতিপয় যৌথ দায়দায়িত্বের আবদ্ধ করে কঠোর বিধিমালা প্রণয়নের সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখা।

শুধু মজুরি পরিশোধ নিয়ে নয় বরং কর্ম স্থলে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সুরক্ষার বা সামাজিক নিরাপত্তা বা ইউনিয়নের তহবিল গঠনে ও যেন একজন সাব-কন্ট্রাক্টর শ্রমিকদের স্বাস্থ্য রক্ষায় অবদান রাখতে পারে - সে বিষয়ে উৎষাহ দেয়া।

১৬। সুসংহত ও বিশ্বাস যোগ্য আইনপ্রয়োগ :

আইন প্রয়োগে ব্যবস্থা নিয়োগদাকে আইন মেনে চলতে বাধ্য করে এবং নিয়োগ দাতা যাতে আইনভঙ্গ করে বা কৌশল করে সুবিধা নিতে না পারে তা নিশ্চত করে। এর জন্য যেসব নিয়োগদাতা আইন মেনে চলেনা তাদের জন্য নিবর্তক শাস্তির ব্যবস্থা থাকা জরুরী। বাংলাদেশ শ্রম আইন - ২০০৬ এ কোন ধরনের শাস্তি আরোপ করা যাবে সেবিষয়ে পরিস্কার ভাবে উল্ল্যেখ আছে। এছাড়া কোন ব্যক্তি কর্তৃক অপরাধ সংগঠন বা আইন অমান্যের দায়ে শ্রমপরিদর্শক কর্তৃক আদালতে অভিযোগ দায়ের সম্ভাবনার কথা ও আইন-২০০৬ এ উল্লেখ রয়েছে।

শাস্তির প্রকৃতি বা পরিমাণ প্রধানত কোম্পানির আকার এবং অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে আরোপ করা উচিত। বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসুত্রিতা যেন মালিককে অপরাধ সংগঠনের, অপরাধ প্রবনতা হতে নিরুৎসাহিত না করে তাই দ্রুত আইনগত পদক্ষেপ নিতে হবে। অন্যদিকে আইন প্রয়োগ পদ্ধতি অব্যশই সুসমঞ্জ, যৌতিক এবং নিরপেক্ষ নীতির ভিত্তিতে হতে হবে। জরিমানা এবং শাস্তির ক্ষেত্রে অব্যশই স্বতন্ত্র আদালতে পুনবিবেচনা বা আপীলের সুযোগ থাকবে যা বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এ রক্ষা করা হয়েছে এবং এভাবে আইনের নিরপেক্ষতা ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধা নিশ্চিত করা হয়েছে।

আইনে ফৌজদারি অপরাধের জন্য স্পষ্ট শাস্তির বিধান রয়েছে, এসব হলো কর্মক্ষেত্রে ক্ষতিকর দুর্ঘটনা, বিপদজনক কর্মক্ষেত্রে, শিশুশ্রম ও প্রবাসী শ্রমিকসহ অঘোষিত শ্রম শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন করে। নিন্মতম মজুরী লঙ্ঘন জনিত অপরাধ ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে প্রশাসনিক পদক্ষেপসহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহনে দ্বিধাদ্বন্ধের অবকাশ নেই। নিয়োগদাতা যখন শ্রম আইনে মারাত্মক লঙ্ঘন করে মারাত্মক ক্ষতি বা বিপদের কারন ঘটায় বা পুন:পুন: আইন লঙ্ঘন করে তখন ফৌজদারি মামলা করা বিশেষ জরুরী। ফৌজদারি মামলা এবং জেল জরিমানাযুক্ত দন্ডাদেশসহ অন্যান্য কোম্পানি এবং নিয়োগদাতা আইনলঙ্ঘন করার ক্ষেত্রে কার্যকর প্রভাব ফেলে।

এছাড়াও কম মাত্রার অপরাধের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যবস্থাগ্রহন ও কার্যকর উপায় , যদি আইনে প্রতিপালনে নেয়া ব্যবস্থা ঠিকভাবে কাজ করে। প্রাথমিক ভাবে জরিমানার ব্যবস্থা তাৎক্ষনিক ভাবে ও দ্রুততার সাথে ব্যবস্থা গ্রহনে সহায়ক। আইন প্রয়োগ ব্যবস্থা অব্যশ্যই সঠিক এবং আস্থাযোগ্য হতে হবে। বাংলাদেশ শ্রম আইন – ২০০৬ এ একদিকে পরিদর্শকের রিপোর্ট এবং অপরদিকে শ্রম আদালতের আইন সিদ্ধ বিচারিক কার্যক্রমের মাধ্যমে আইন বাস্তবায়নের সুয়োগ রেখেছে। শ্রম আদালতের পূর্ণ বিচারিক স্বাধীনতা ও নিশ্চিত করা হয়েছে। এজন্য শ্রম আদালতের বিচারকদের স্বাধীনভাবে পর্যবেক্ষন ও দক্ষতার সাথে বিচার করার সুযোগ রযেছে এবং শ্রম আদালতের সদস্যদের ব্যক্ত অভিমতের মাধ্যমে শ্রম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যাপক জানাশুনার সুযোগ রযেছে। আদালতের বিচারকদের বিধান সকল আইন প্রয়োগ কার্যক্রম ও অপরাধের বিচার প্রক্রিয়া শ্রম পরিদর্শন এবং শ্রম আদালতের পাস্পরিক সন্তোষজনক সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং এই দুই পক্ষের মধ্যে কার্যকর সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য শ্রম এবং কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহন করবে। যেমন সহযোগিতার ক্ষেত্রে নিয়ে আলোচনার বৈঠক, বিচারিক কার্যক্রম, শ্রম আইন ও পরিদর্শন পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষন, শ্রম পরিদর্শকের জ্ঞাত হতে পারে এমন বিচাকির বিষয়ে রেকডিং পদ্ধতি প্রক্রিয়া ইত্যাদি।

আইন প্রয়োগের মানব সম্পন্ন ব্যবস্থাও বিবর্তনমূলক শাস্তির ব্যবস্থা ছাড়াও অধিদপ্তরকে(DIFE) বহির্ভূত অন্যান্য সংস্থার পরিচালিত সমস্যা সমাধানে পদ্ধতি ও সালিস মধ্যস্ততার উদ্যোগ আয়োজনের মাধ্যমে গৃহীত আইন সংস্কারমূলক রীতি পদ্ধতিকে উৎসাহিত করতে হবে।

এ ধরণের কার্যক্রমে পরিদর্শকদের অংশগ্রহনের ফলে কর্মক্ষেত্রে কিছু কিছু বিষয়ে (যেমন - কাজেরসময় , অতিরিক্ত কাজের মজুরী, পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা , যৌথ দরকষাকষি , সংঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা ইত্যাদি) শ্রমমান অর্জনে সহায়তা করবে।

যে সব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে হবে :

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে আইন প্রয়োগের নিয়মিত ও স্থায়ী পর্যবেক্ষন করতে হবে যা হতে হবে জাতীয় আইন এবং আইএলও কনভেকেশন-৮১ এর অনুচ্ছেদ ১৭ ও ১৮ অনুযায়ী এবং আইনগত প্রক্রিয়া যথেষ্ট দ্রুত সম্পন্ন হয় কিনা , নিবর্তন মূলক শাস্তিদান ব্যবস্থা যথাযথ হচ্ছে কিনা এবং মারাত্মক অপরাধের ক্ষেত্রে দীর্ঘসময় ক্ষেপনের কারণ আইন দ্বারা বারিত হয়ে অপরাধী শাস্তি হতে অব্যাহিত পাচ্ছে কিনা সেগুলি মূল্যায়ন করবে।

শ্রম আদালতের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং দ্রুত মামলা নিস্পত্তির লক্ষ্যে এর সক্ষমতা বাড়াতে হবে।

প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শ্রম এবং কর্মসংস্থান মন্ত্রণালযকে সময় উপযযোগী প্রস্তাব (যেমন সমঝোতা বা প্রটোকল) আনতে হবে যাতে শ্রম আদালত এবং শ্রমপরিদর্শনের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত হয়।

শ্রম আইনে শাস্তির মাত্রা (যেখানে প্রয়োজন) মূল্যায়ন করতে হবে। বিশেষ করে অসৎ শ্রমআচারণ যেমন ইউনিয়ন বিরোধী বৈষম্য, লিঙ্গবৈষম্য, শিশুশ্রম, হয়রানি, জোরপূর্বকশ্রম, শ্রমিকের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুকি ইত্যাদির ক্ষেত্রে এ পদক্ষেপ নিতে হবে।

শ্রম পরিদর্শকের কৌশলপত্রের বাস্তবায়ন:

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের মাধ্যমে এবং মালিক, শ্রমিক, অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং প্রাইভেট সেক্টরসহ আগ্রহী স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষকে সম্পৃক্ত করে শ্রমপরিদর্শন কৌশলপত্রের বাস্তবায়ন করা হবে। অন্যান্য সহযোগী নীতিমালা যেমন জাতীয় শ্রম নীতিমাল, শিশুশ্রম নীতিমালা, জাতীয় পেশগত স্বাথ্য ও নিরাপত্তা নীতিমালা ইত্যাদির সাথে সংযোগ রেখে এই কৌশরপত্র বাস্তবায়ন করতে হবে।

<u>কলকারখানা ও প্রাতষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর:</u>

শ্রম এবং কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কার্যকর ভাবে শ্রমনীতিমালা এবং শ্রমআইন বাস্তবায়নের জন্য দায়বদ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠান। কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের দ্বায়িত্ব হলো শ্রমপরিদর্শন। শ্রমপরিদর্শন কৌশলত্র বাস্থবায়ন ও অধিদপ্তরের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য।

জানুয়ারি১৫ ,২০০৪ ইং সালে বাংলাদেশের সরকার শ্রমপরিদর্শন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করে। যার বর্তমান নাম কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। নতুন এই অধিদপ্তরের একটি সদর দপ্তর এবং ২৩টি জেলা রয়েছে এবং জনবল সংখ্যা ৯৯৩ কার্যালয় দ্বায়িত্ব অধিদপ্তরের নতুন পরিচালনা কাঠামো সেবা এবং কর্মদক্ষতার উপর জোর দিচ্ছে যা সমন্বিত শ্রমপরিদর্শন পদ্ধতির মাধ্যমে নিশ্চিত করা সম্ভব।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বাংলাদেশের শ্রম আইন অনুযায়ী কার্যকর এবং দক্ষ পরিদর্শন কর্মকান্ড চালানোর মাধ্যমে দেশের কর্মক্ষেত্র গুলিতে শ্রমআইন বাস্তবায়নের লক্ষ্য অর্জনের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত। এর দায়িত্ব মধ্যে রয়েছে প্রতিষ্ঠিত পরিদর্শক নীতিমালা ও পদ্ধতি অনুযায়ী পরিদর্শন চালানো এবং মালিক , শ্রমিক এবং অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষকে তথ্য দিকনির্দেশনা ও আইন বাস্তবায়নের সহায়তা দেয়া এবং অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠান যাদের শ্রম আইন বাস্তবায়নে ভূমিকা রয়েছে- যার মধ্যে রয়েছে নূন্যতম মুজুরি বাস্তবায়ন, সর্বোচ্চ কর্মঘন্টা নির্ধারণ এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সুরক্ষা ইত্যাদি। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অদিদপ্তরকে বাংরাদেশ শ্রমআইন – ২০০৬ এ বর্ণিত বিধান বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে যার মধ্যে রয়েছে নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা সহকর্ম পরিবেশ, মৌলিক অধিকার বাস্তবায়ন, নিয়োগ সম্পর্কীয় শর্তাবলী অধিকার, সামাজিক কল্যাণ ও সুরক্ষা ইত্যাদি। এই অধিদপ্তর আওতাভুক্ত হল- কলকারখানা, দোকান, শিল্প ও বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, চা বাগান , রেলওয়ে, সড়ক যোগাযোগ ও অভ্যন্তরীন নৌ পরিবহন। বাংলাদেশ সরকারের লক্ষ্য নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে কল-কারখানায় উৎপাদন শীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যকে সামনে রেখে অধিদপ্তরকে দায়িত্ব পালন করতে হবে।অন্যান্য নির্ধারিত কর্তব্য পালন ছাড়াও অধিদপ্তরের সদর দপ্তর নিচের কাজ গুলোর জন্য দায় বদ্ধ:

- জাতীয় শ্রম পরিদর্শন কৌশলপত্র প্রণয়ন এবং মালিক, শ্রমিক ও তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে তা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহন।
- শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থার সামগ্রিক কর্মকান্ড, বিশেষ করে শ্রম পরিদর্শন কৌশল বাস্তবায়নের বিষয়টি পর্যবেক্ষণ মূল্যায়ন।

মালিক সংগঠনের /সমিতির ভূমিকা/দায়িত্বাবলী :

১. শ্রম আইন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনের বিধান বাস্তবায়ন এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মালিক গণকে উৎসায়িত করা।

২. সদস্য সংগঠন সমূহকে আইন প্রতি পালন বিষয়ে আলোচনা পরামর্শ প্রদান করা এবং সময়ে সময়ে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।

৩. কৌশলপত্র বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সময়ভিত্তিক নির্দিষ্ট কার্যক্রম প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়ন মনিটর করা।

৪. সর্বোত্তম পর্যায়ে আইন প্রতি পালনকারী মালিকদের গৃহীত কার্যকর মূল্যায়ন এবং বিশেষ প্রণোদনা স্কীম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

৫. শ্রমপরিদর্শন বিষয়ক বিভিন্ন দ্বি- পাক্ষীক, ত্রি- পাক্ষিক ফোরামে এবং স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কাউন্সিল এর কাজে অংশ গ্রহন করা।

৬. মালিক সংগঠন সমূহে বিষেশ ইউনিট/ সেল গড়ে তোলা, উক্ত সেল এর দায়িত্ব হবে স্ব-পরিদর্শন কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহন ও বাস্তবায়নে মালিকদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা।

৭. শ্রম আইনের বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও হালনাগাদ করণে মালিকদের উদ্বুদ্ধকরা।

৮. প্রত্যেক মালিক কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য শ্রম আইন বিধান বাস্তবায়ন নিশ্চিত করণের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যবহার করা।

৯. প্রতি পাচঁ বছর অন্তর শ্রম আইন পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করার উদ্যোগ গ্রহন করা।

ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা / দায়িত্ববলী:

১. শ্রম আইন এবং শ্রমিদের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্য সম্মত কর্মস্থলের অধিকার সম্পর্কে অবগত থাকা ও শ্রমিক কর্মচারীদের অবহিত করা।

২. শ্রম বিষয়ক আইন মেনে চলার প্রতি ইউনিয়নের সদ্যসদেরকে উদ্বুদ্ধ করা।

৩. শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্য সম্মত কর্মস্থলের অধিকার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের গৃহীত পদক্ষেপে অংশগ্রহন ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা।

৪. ট্রেড ইউনিয়ন , সেফটি কমিটি, পর্টিসিপেশন কমিটির মাধ্যমে শ্রমিকদের পক্ষে সরকার ও নিয়োগ কর্তাদের সঙ্গে একত্রে কাজ করা।

৫. শ্রম পরিদর্শন সম্পর্কিত দ্বি-পাক্ষিক এবং ত্রি-পাক্ষিক আলোচনায় অংশগ্রহন ও সগযোগিতা করা।

৬.সদস্য সংগঠন সমূহকে আইনী অধিকার ও কর্তব্য বিষয়ে আলোচনা পরামর্শ প্রদান করা এবঙ সমযয় সময়ে আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থ করা।

৭. জাতীয় শ্রম পরিদর্শন কৌশলপত্র বাস্থবায়নে ভূমিকা রাখা।

৮. প্রতি পাচঁ বছর অন্তর শ্রম আইন পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরার উদ্যোগ গ্রহন করা।

নিয়োগকর্তাওব্যবস্থাপনাকর্ত্রপক্ষেরভূমিকা/দায়িত্ববলী :

১. শ্রম আইন প্রতিপালন ও বাস্তবায়ন করা এবং এ সংক্রান্ত সকল তথ্য সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করণের ব্যবস্থা করা।

২. আইন প্রতিপালন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করণের জন্য সংগৃহীত তথ্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যবহার করা।

৩. কর্মস্থলে ট্রেড ইউনিয়ন, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কমিটি গঠনে ব্যবস্থা করার মাধ্যমে আইন প্রতিপালন নিশ্চিত করা।

৪. শ্রম আইনের আলোকে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নীতি প্রণয়ন এবং তদানুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৫. শ্রম পরিদর্শকের পরিদর্শন সংক্রান্ত কাজে সহযোগিতা প্রদান করা।

৬. সকল আইনী বিধান মেনেচলা, বিষেশ করে বাংলাদেশ শ্রম আইন, শ্রম বিধি, বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইনের বিধান বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

৭. কর্মস্থলে নারী শ্রমিদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া।

৮. সরকার ও মালিক সংগঠন কর্তৃক এ বিষয়ে প্রদত্ত সকল নির্দেশনা প্রতিপালনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন।

শ্রমিক-কর্মচারীদেরভূমিকা /দায়িত্বাবলী:

১. আইনি অধিকার সুরক্ষায় কর্তৃপক্ষ/ নিয়োগ কর্তা কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা মেনে চলা।

২. নিজেদের ও অন্যদের আইনি অধিকার এবংস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তার প্রতি যত্নবান হওয়া।

৩. কর্ম ক্ষেত্রে আইন বাস্তবায়ন ও পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষনসহ সকল কার্যক্রমে সংক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করা এবং লবদ্ধজ্ঞান দৈনন্দিন কাজে প্রয়োগ করা।

৪. যে কোন সমস্যা অনুভূত হলে যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা।

৫. কর্মক্ষেত্রে কোন ঝুকিপূর্ন অবস্থা পরিলক্ষিত হলে তা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা।

বাস্তবায়ন কর্মকৌশল:

১. Stakehoder দের সহযোগিতায় এ কৌশলপত্র বাস্তবায়ন করার মূলদায়িত্ব শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের। উক্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক অতিরিক্ত সচিব পর্যাযে একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট করে সরকারী ও বেসরকারী সকল স্টোক হোল্ডারদের যুক্ত করে সমন্বিতভাবে এ কার্যক্রমকে এগিয়ে নেয়া হবে।

২. এই কৌশলপত্র অনুমোদনের ছয় মাসের মধ্যে সরকার এর লক্ষ্যের সাথে সংগতি রেখে একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রনয়ন করবে।

৩. উক্ত কর্ম পরিকল্পনায় কৌশলপত্র বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার, মালিক সংগঠন /সমিতি এবং মালিক/ কর্তৃপক্ষের সহায়তায় শ্রমিক সংগঠন/ সমিতি এটি বাস্তবাযনের লক্ষ্যে কি কি পদক্ষেপ গ্রহন করবে তার সময় ভিত্তিক কর্মসূচী অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

৪. জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য মালিক সংগঠন / সমিতি সরকারের আহবানে তাদের বার্ষিক কর্মসূচী সরকারের নিকট দাখিল করবেন। তদ্রুপ শ্রমিক সংগঠন/ সমিতি ও তাদের কর্মসূচী দাখিল করবেন। সংশ্লিষ্ট ত্রি-পাক্ষিক কমিটি জাতীয কর্ম পরিকল্পনার বাস্তবায়ন নিশ্চিত মনিটর করবে।

৫. এ কৌশলপত্রে গৃহীত জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা ভুক্ত সরকারের কর্মকান্ড, মালিক সংগঠন/ সমিতি এবং শ্রমিক সংগঠন / সমিতি কার্যক্রম বাস্তবায়নের বার্ষিক প্রতিবেদন সরকার নিয়মিত ভাবে প্রকাশ করবে।

৬. এ কৌশলপত্র বাস্তবায়নে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্টোক হোল্ডারদের কাজের নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করার নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মরত বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্টানের প্রতিনিধি ও পেশাজীবিদের সমন্বয় একটি ছোট আকারে স্থায়ী টেনিক্যাল কমিটি গঠন করা হবে।

৭. এ কৌশলপত্রে গৃহীতব্য কার্যক্রম/ স্কিম সমূহ বাস্তবায়নের সরকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিষেজ্ঞ ও পেশাজীবিদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের পরিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করা লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায় থেকে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে তাঁদের সম্পকৃক্ত করার ব্যবস্থা করবে।

৮. এ কৌশলপত্রে জন্য সরকার চলমান বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী গঠিত ‘‘জাতীয় শিল্প স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কাউন্সি’’ এবংসরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ’ এর সাথে ঘনিষ্ট ভাবে কাজ করবে।

৯. প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা গ্রহণ করা হবে।

২২/০৯/২০১৬ ইং তারিখের অনুষ্ঠিতব্য ওয়ার্কশপের সুপারিশ সমূহঃ

(গ্রুপ-১)

উদ্দেশ্য সমূহ:

- শ্রমপরিদর্শনের সকল আইন বাস্তবায়নকারি পরিদর্শক/ কর্মকর্তাগনকে দপ্তর/ মন্ত্রণালয় থেকে পুরষ্কৃত করার ব্যবস্থা করে সকলকে উৎসাহ প্রদান করা।

কৌশল গত বিষয় সমূহ:

১।শ্রম পরিদর্শকের ক্ষমতা ও কর্তব্য:

- ক্যাডার সার্ভিসে উন্নীত করন
- DIG এবং ক্ষমতা প্রদান/ম্যাজিস্ট্রেসি Power
- DIG এবং তদুর্ধ্ব কর্মকর্তাগনকে Mobile Court পরিচালনা করার ক্ষমতা
- DIG এবং তদুর্ধ্ব কর্মকর্তাগনের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনে পুলিশ বিভাগ, প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর এবং সশস্ত্রবাহিনীর সার্বিক সহযোগিতার বিধান রাখতে হবে।

২। যোগ্যতা, সক্ষমতা এবং দক্ষতা:

- DIFE এর নিজস্ব বিশেষজ্ঞ তৈরি কল্পে পরিদর্শকগনকে মানসম্মত দেশিয় ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষন ও উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।
- DIG গনকে জীপ গাড়ি দিতে হবে।
- বিভাগীয়, জেলা পর্যায়ে দপ্তর সমপ্রসারন করতে হবে এবং পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ করতে হবে।

৪। দক্ষতা এবং সমন্বিত ফল:

- উচ্চঝুকি (বিশেষত chemical /fire /structural) নিরুপনের জন্য immediate ব্যবস্থা (outsourcing) নিতে হবে এবং long term এর জন্য DIFE থেকে Specialist তৈরী করতে হবে।

৫। তথ্য বিনিময় ও সচেতনতা বৃদ্ধি:

- App তৈরি করতে হবে।
- পোস্টারিং, ব্যানার, বিলবোর্ড এর মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- PRINT MEDIA, ELECTRONIC MEDIA তে সচেতনতা বৃদ্ধি মূলক প্রচার কার্যক্রম চালাতে হবে।

TIME LINE

বিষয়ভেদে ০৬ (ছয়) মাস থেকে ০৩ (তিন) মাস বছর লাগতে পারে।

(গ্রুপ-২)

১। বাংলাদেশ সরকার মালিক সংগঠন এবং অন্যান্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সমূহকে নিরাপদ কর্ম পরিবেশ তৈরীতে দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে, প্রয়োজন হবে একটি আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর মানসম্মত গ্রহনযোগ্য শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থা। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও সহযোগী আন্তর্জাতিক সংস্থা (ILO, GIZ, Denish) সমূহ যথেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করছে। যেমন শ্রম পরিদর্শন দপ্তরে জনবল বৃদ্ধি, প্রশিক্ষন প্রদান প্রয়োজনীয় পরিদর্শন সরঞ্জাম সরবরাহ, ভৌত কাঠামো নির্মান এবং অধিদপ্তরে উন্নিত করা ইত্যাদি। তবে শ্রম ও কর্মসংস্থানে পরিধি বৃদ্ধির সাথে শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রসার সময়ের চাহিদা মাত্র।

শ্রম পরিদর্শকের অতিরিক্ত প্রশাসনিক ও বিচারিক দায়িত্ব, তথ্য ও রিপোর্টিং ব্যবস্থার দুর্বলতা, অসদুপায় অবলম্বনের সুযোগ, আইন বাস্তবায়ন বিষয়ে মালিক শ্রমিকের অজ্ঞতা, অনিহা ইত্যাদি কারনে গ্রহনযোগ্য শ্রম ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সরকার কে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে (নিরাপত্তা বিষয়ে) শ্রম পরিদর্শকের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা।

<u>পটভূমি</u>

- ২০১৩ সালের সংঘঠিত দুর্ঘটনার পর
- গার্মেন্টস মালিক সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কে
- প্রয়োজন হবে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর মানসম্মত, গ্রহনযোগ্য পরিদর্শন ব্যবস্থা সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও সহযোগী আন্তর্জাতিক সংস্থা গরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যেমন শ্রম পরিদর্শন দপ্তরে জনবল বৃদ্ধি, প্রশিক্ষন প্রদান, পরিদর্শন সরঞ্জাম।সরবরাহ ভৌত অবকাঠামো নির্মান এবং অধিদপ্তরে উন্নিত করা। তবে শ্রম ও কর্মসংস্থানে পরিধি বৃদ্ধির সাথে শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তরে আরও প্রসার সমায়ের চাহিদা মাত্র শ্রম পরিদর্শকের অতিরিক্ত প্রশাসনিক ও বিচারীক দায়িত্ব তথ্য ও রিপোর্টিং ব্যবস্থার দুর্বলতা, অসদুপায়ে অবলম্বনের সুযোগ আইন বাস্তবায়ন বিষয়ে মালিক শ্রমিকের অজ্ঞতা ইত্যাদি কারনে গ্রহনযোগ্য শ্রম ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সরকারকে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে।
- বিশেষ ক্ষেত্রে পরিদর্শকের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যবস্থা করা।

৬। মন্তব্য নেই।

৭। শ্রমিক ও নিয়োগ দাতাদের সহযোগিতা:-

(iii) বিশেষত: গার্মেন্টস শিল্পের মধ্যম সারির কর্মকর্তাদের যারা সার্বক্ষনিক শ্রমিম/ কর্মচারীদের কাজের তদারকী করে থাকে তাদেরকে শ্রম আইন বাস্তবায়নের কৌশল সম্পর্কে অবহিত করা।

৮। শক্তিশালী তথ্য ব্যবস্থাপনা:-

(i) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তার সংস্থার ডাটাবেজের সাথে সমন্বয় করা।
(ii) OSH বিষয়ে দুর্ঘটনা ও পেশাগত ব্যাধির সেক্টর ভিত্তিক তথ্য সংরক্ষন করতে হবে।

৯। অগ্রাধিকার এবং ঝুকি ভিত্তিক মূল্যায়ন পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ:

(iii) নারী শ্রমিকদের রাত্রি ১০.০০ হতে ভোর ৬-০০টা পর্যন্ত সময় সম্মতি ছাড়া কাজ করানোর বিষয়ে তদারকী জোরদার করা।

এ বিষয়ে পরিদর্শন কাজে সহযোগিতার জন্য আইন শৃংখলা বাহিনির সাহায্য নেওয়া।

১০। উচ্চ ঝুকি সম্পন্ন কারখানা সমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত করতে হবে বিশেষ করে ক্যামিকেল, প্লাষ্টিক রি-রোলিং ইত্যাদি।

- কারখানার অভ্যন্তরে স্থাপিত বয়লারের অবস্থা এবং অবস্থান, কেমিকেল গোডাউনের অবস্থান সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে এবং বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা
- সেইফটি কমিটি গঠন ও কার্যক্রম নিশ্চিত করন।

গ্রুপ- ৩

শ্রম পরিদর্শন সংক্রান্ত জাতীয় কৌশলপত্র

পটভূমিঃমানসম্মত শ্রম পরিস্থিতি নিশ্চিতকরন সম্পর্কিত

- বিচারিক কাজ বাদ দিতে হবে (বিদ্যমান আছে)
- দূর্নীতি ও অসদুপায় অবলম্বনের সুযোগ বাদ দিতে হবে।
- মালিক ও শ্রমিকদের অজ্ঞতা ও অনীহা ইত্যাদি (যোগ করতে হবে)

আন্তর্জাতিক শ্রমমান এবং জাতীয় নীতিমালাঃ

- শিশুশ্রম নিরসন নীতিমালা-২০১০

উদ্দেশ্যসমূহঃ

- অবৈধএর স্থলে জবরদস্তি শ্রম রোধ করা
- আইনের বিধান বাস্তবায়নে সক্ষম একটি শ্রমপরিদর্শন কাঠামো গড়েগ তোলা্
- শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থার কৌশলগত দিকসমূহ নির্ধারন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

ভারসাম্য সাধন ও প্রতিরোধ বনাম নিরুৎসাহিতকরন:- (১১, ৩য় প্যারা)

পরিদর্শকের নিকট এরুপ প্রতীয়মান হয় যে, আইনের সংশ্লিষ্ট লংঘনটি মানুষের জীবন ও মালের জন্য ঝুকিপূর্ণ সেক্ষেত্রে পরিদর্শকের তাৎক্ষনিক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণার্থে জরিমানা আরোপের ক্ষমতা থাকতে হবে।

- যে আইনের পদক্ষেপ নিতে হবে:-
- আইনের সংশোধনী আনদে হবে।

১২ জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা:-

যে পদক্ষেপ নিতে হবে

জাতীয় শুদ্ধচার কৌশলের আলোকে স্ব স্ব দপ্তরের নৈতিকতা কমিটিকে কার্যকর রাখতে হবে।

১৩নিয়মতান্ত্রিক পদক্ষেপ এবং সহযোগিতাঃ-

পরিদর্শন অধিদপ্তর শ্রম পরিদর্শনকে সর্বপ্রকার মতভেদ অপ্রয়োজনীয় দ্বিত পরিদর্শন বা কোন কোম্পানীর সাথে বিবাদ সৃষ্টি হতে রক্ষা করবে এবং দ্রুত তথ্য বিনিময় ব্যবস্থা নিয়মিত মতবিনিময় এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে টিম পরিদর্শনের আয়োজন করবে।

১৪ অন্যান্য দায়িত্বপ্রাপ্তদের সম্পৃক্তকরণ-সাবকন্ট্রাকটিং:

সাব কন্ট্রাক চেইনে আইন লংঘনের জন্য মূল প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে।

১৬ সুসংহত ও বিশ্বাসযোগ্র আইন প্রয়োগঃ

(মামলা দ্রুত নিষ্পন্নের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কোর্ট পরিদর্শন নিয়েঅগ করতে হবে।) মারাত্মক অপরাধের ক্ষেত্রে তাৎক্ষনিক জরিমানা আরোপের বিধান রাখতে হবে।

- বাস্তবায়ন কৌশলঃ আইনের ইতিবাচক দিক মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে।